স্মরণের আবরণে - অণ মিত্র

(১৯০৯-২০০০)

কবি অণ মিত্র বাঙলা কবিতায় একটি অবশ্য মান্য নাম। তাঁর কবিতায় তিনি যে এক আশ্চর্য কবিতাঘন নিবিড় অনুভূতিময় ভুবন তৈরি করে দেন, তা আমাদের অভিভূত করে রাখে অনেকক্ষণ ধরেই। অণ মিত্রের প্রথম দিকের কিছু কবিতা বাদ দিলে, তাঁর অধিকাংশ কবিতাই টানা গদ্যের রীতিতে রচিত।নিপিত ছন্দের মাপা দোলা, কারো কারো মতে কবিতার মধ্যে লঘুতা তৈরি করে দেয়। অণ মিত্রের অধিকাংশ কবিতাই এই নিপিত ছন্দের সুসজ্জিত রূপের বাইরে নিরাভরণ ও প্রাকৃতিক সহজ সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাঁধা ছন্দের তাল থেকে, চরণান্তিক মিলের বাধ্য-বাধকতা থেকে তাঁর কবিতাগুলি মুক্ত, আর মুক্ত বলেই বাহির সজ্জা দিয়ে পাঠককে ভোলাবার চেষ্টা করেননি, পাঠকের এই ধরনের মনোহরণের কোনও দায়
নেই বরং সমস্ত কবিত্বটাই তাঁর নিহিত থাকে এই ধরণের রচনায় । কবিতার ভিতর দিকে, অন্তরঙ্গ মহলে আমাদের হাতে ধরে নিয়ে যায় অণ মিত্রের কবিতা। বাইরের দিক থেকে মনোহারী নয়, ভিতরের দিক থেকে কবিত্বময় অপরূপ এক মনোহরণের জগৎ তিনি তৈরি করে দিতেন । আর এই খানেই তার জিত, তাঁর নিজস্বতা। একেবারে ঘরোয়া কথা বলবার ভঙ্গিটি তাঁর, বিস্ময় বোধ ও জিজ্ঞাসা চিহ্নের যুক্ত ব্যঞ্জনা নিয়ে কবিতাগুলি যেন বা যাপিত জীবন থেকে উঠে এসেছে তাঁর কলমে । সেই সব কবিতার সর্বাঙ্গে মাখানো আছে মায়া, জীবনের মায়াগন্ধ, আর এই সব অনায়াসে বলে যাওয়া কথার খাঁজে খাঁজে লুকিয়ে থাকে জীবন দর্শনের গভীর উপলব্ধি। এই মানব জীবনটিকে অনুভব করার আকুতিও রয়েছে তার মজ্জায় মজ্জায়।
জীবন সম্পর্কে এক অদ্ভুত প্রসন্ন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর; কোনও অবিশ্বাস বা নেতি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি কোনদিন। তুচ্ছ, সামান্য, নিম্নমধ্যবিত্ত, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত জীবন থেকে উপাদান তুলে নিয়ে কবিতার ভুবন সাজিয়ে তুলেছিলেন কবি, তাঁর মধ্যে একটি তীব্র আর্তি সব সময়ই লক্ষ করতাম যে, তিনি প্রায়ই বলতেন, 'সাধারণ মানুষ জনেরা আমাকে বেশ পছন্দ করে। বাজারে গেলে বাজারের সাধারণ মানুষ আমার সঙ্গে গল্প করে, অনেক সময় দাণ কাটে তাদের সঙ্গে, অন্য লোকে যখন তাদের জিজ্ঞেস করে কী পাও ওনার কাছে তোমরা?
উত্তরে তারা কী বলে জানো, বলে ওনার মধ্যে একটা 'অমৃত ভান্ড' আছে, আমরা তার থেকে একটু একটু করে নিই', বলেই হা হা করে ভুবন ভোলানো হাসিতে ঘর ভরিয়ে ফেলতেন। এই গল্প তিনি অনেকবার অনেকের কাছে করেছেন, আমি সকলের জানার জন্য এই ঘটনাটির উল্লেখ করলাম এই জন্য যে সকল মানুষের কাছে পৌঁছবার আর্তি তাঁর মধ্যে তীব্রতম ছিল চির জীবন। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে কবিদের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক মেজাজ, একটা দ্রুত অর্থের উল্লম্ফন, একটা দূরত্ব এবং দুর্বোধ্যতার বাতাবতরণ তৈরি হয়েছিল, সাধারণ পাঠক তখন কবিতার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। কবিতার পাঠক চিরদিনই কম; তখন বাঙলা আধুনিক কবিতার পাঠক আরো কমে গিয়েছিল, যে কয়েকজন কবি মধ্যবিত্ত বাঙালির নান্দনিক বোধের কাছে বাঙলা কবিতাকে ফিরিয়ে আনলেন, কবি অণ মিত্র তাদের মধ্যে অত্যন্ত তাৎপর্যময় ভাবেই অন্যতম। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবি দিনেশ দাশ, কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়—এই পর্যায়ের কবিরা, যাঁদের বলা হয় চল্লিশের বা চারের দশকের কবি, তাঁরাই আবার বাঙালী পাঠকের বোধ ও প্রীতির কাছে, প্রতীতিও প্রত্যয়ের কাছে বাঙলা কবিতাকে সযত্নে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, মানুষজন উপলব্ধি করতে পারল সে সময়ের আধুনিক বাঙলা কবিতাকে। লোকের মুখের ভাষায় মধ্যেও কবিতা নিহিত থাকে, থাকতে পারে, তা এই সময়ে কবিরা আবিষ্কার করলেন, অণ মিত্র এঁদের অগ্রণী।
ফরাসী ভাষায় সুগভীর পড়াশোনাও ছিল তাঁর। অনেকেই বলে থাকেন তাঁর কবিতায় ফরাসী কবিতার ছায়া দুলে উঠছে। তাঁর বলবার ঢঙ, তার টানা পেলব, মায়াবী গদ্যে কবিতা বলে যাবার ভঙ্গি এসবই নাকি ফরাসী কবিতার ভুবনের ঘটনা। আমরা ফরাসী জানিনা, শুধু এইকটু জানি কবি অণ মিত্র তাঁর কবিতায় আমাদের চলমান, জায়মান ,দুঃখী, ক্বচিৎ সুখী, ভালোবাসাময় জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন হৃদ্য, মরমী, আন্তরিক, সহজ ভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে / সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।' —— সেই কথাটিকে কবিতায় আক্রান্ত করে এমন মায়াবী করে কবি অণ মিত্রের মতো আর কেই বা বলতে পেরেছেন?
তাঁর কবিতার লোকায়ত সৌন্দর্য, দেশজ শব্দের যাদু, সহজ, আন্তরিক কথা বলবার রীতি, অনুচ্চারিত চরণের মায়া, সাধারণ মানুষের জীবনের শব্দ গন্ধ বর্ণ —— যা তিনি আমাদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতায়, -- আমার সামান্য কবিজীবনে তা অমোঘ ও অমেয় পাথেয় হয়ে রয়েছে চিরজীবন।
সম্পাদকের সংযোজন অণ মিত্রের জন্ম যশোর শহরে ১৯০৯ এর ২ নভেম্বর।বাবার নাম হীরালাল
মিত্র, মা যামিনীবালা। 'বেনু' নামে একটি কিশোর পত্রিকায় যখন প্রথম কবিতা ছাপা হয় তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। বি. এ. পাশ করেন রিপন কলেজ থেকে (এখনকার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ)। কলেজে পড়ার সময় থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ২৯ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভাগ্নী শান্তি ভাদুড়ীকে বিয়ে করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিকতা ছেড়ে ১৯৪২ সালে সাম্যবাদী আদর্শে পরিচালিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দেন। যুক্ত হন ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাথে।
ছাত্রজীবন থেকে ফরাসী ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল। ১৯৪৮ সালে ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সে চলে যান। সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যগ্রুপ দ্য লারভ্যু ব্লাঁশ বা শ্বেত পত্রিকায় গোষ্ঠী বিষয়ে গবেষনা করে ডক্টরেট পান।
১৯৫১ সালে দেশে ফেরার পর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে ২০ বছর কাজ করার পর ১৯৭২ সালে অবসর নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মৃদুভাষী অথচ দৃঢ়চেতা কবি অণ মিত্র একদিকে ফরাসী অনুবাদ অন্যদিকে নিজের মৌলিক কাব্যসৃষ্টির মাধ্যমে বাঙলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। ২২ আগষ্ট, ২০০০, তাঁর মৃত্যু কালে বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

প্রাপ্ত সম্মান ও পুরস্কার ১৯৯৬ ঃ উল্টোরথ, ১৯৭৯ ঃ রবীন্দ্র, ১৯৮৭ ঃ আকাদেমি, ১৯৯৩ ঃ ভারতীয় ভাষাপরিষদ, ১৯৯৪ ঃ হরনাথ ঘোষ স্বর্ণপদক, ১৯৯৮ ঃ জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, ১৯৯৮ ঃ শরৎ স্মৃতি। ১৯৯০ ঃ ডি.লিট (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)। ফরাসী সরকার দিয়েছেন 'অর্ডার অব পালম আকাদেমিক'।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com